EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট এর বক্তব্য

আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স, ঢাকা

জুলাই ২০, ২০১৬

বন্ধু ও সহকর্মীগণ: আসসালামু আলাইকুম এবং ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা।

শুভ অপরাহ্ন। আমি খুবই আনন্দিত যে আমি আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স এর জুলাই এর বৈঠকে যোগ দিতে পেরেছি। বাংলাদেশের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কিভাবে রক্ষা করা হবে এই সময়োপযোগী বিষ্যের ব্যপারে শোনার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

প্রথমে আমি নতুন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেনকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস যথেষ্ট সৌভাগ্যবান জনাব হোসেনের সাথে পরিচিত হয়ে এবং বিদেশী কোম্পানিগুলোর বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রসারে উনি যে কাজ করেছেন তাতে আমারা অভিভূত। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই এই নতুন ভূমিকার জন্য। আমরা আপনার কাছ থেকে দারুণ কিছু আশা করছি।

আজকের বৈঠকের বিষয় "বাংলাদেশে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিরাপদ করা," নিয়ে কথা বলার আগে, আমি কিছু কথা বলতে চাই যা আমাদের সবার মন ভারাক্রান্ত করে রেখেছে – আমরা সবাই যে ক্রমাগত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হচ্ছি – এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কিভাবে বাংলাদেশের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সহায়তা করতে পারে। পহেলা জুলাই গুলশানে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হওয়া হামলা যা নিষ্পাপ বিশ জন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে যাদের মধ্যে আমেরিকান নাগরিকও রয়েছে তাদের জন্য আমরা সবাই গভীরভাবে শোকাহত, ক্ষুব্ধ এবং হতাশ। হোলির হামলার পর শোলাকিয়া যেখানে বাংলাদেশের বৃহত্তম ঈদ জামায়াতের স্থান সেখানে হামলা ও বোমা মারার ঘটনা আমাদের কষ্ট আরো বাড়িয়েছে।

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যা হওয়ার কথা ছিল একটি ক্ষমা ও পারিবারিক আনন্দের ধর্মীয় উৎসব তা হয়ে উঠে একটি শোকের ও হারানোর ঘটনা। এই বাংলাদেশেকে আমি জানিনা এবং আমার জানা মতে আপনারাও এই বাংলাদেশ গড়ে তুলেননি, তারপরও জানুয়ারী ২০১৫ সাল থেকে এইরকম প্রায় সত্তরটি হামলা হয়েছে। অনেকের জন্যই, সাম্প্রতিক হামলাগুলো আমাদের নিরাপত্তাবোধ ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং এই ধারণাও ভেঙে দিচ্ছে যে এই সহিংসতা আমাদেরকে ছুঁতে পারবে না বা আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু আমরা ভয় পাবো না। নিরাপত্তা পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আমাদের সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই সাড়া দিতে হবে এবং আমরা সাড়া দিতে পারি।

বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষের উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এবং এর একটি বড় অংশ বিশ্বাস করে উন্নত জীবনযাপন তাদের সাধ্যের মধ্যে। লাখো মানুষ ইতোমধ্যেই মধ্যবিত্তের স্বস্তি উপভোগ করছে এবং আরো লাখো মানুষ দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে, যদি এই দেশটি তার স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে রয়েছে, এই অঞ্চলগুলো পরবর্তী দশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকাংশের উৎপত্তিস্থল। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিক পূর্বাভাসকারীরা যেমন ফিচ গ্রুপের বিএমআই গবেষণা বাংলাদেশকে বিশ্বের দশটি উদীয়মান দেশের আসনে রেখেছে যারা আগামী কয়েক বছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। বাংলাদেশের জন্য এই উজ্জ্বল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে, কিন্তু এই ভবিষ্যতকেই সন্ত্রাসীরা শেষ করে দিতে চায়। আমরা তাদেরকে তা করতে দিব না।

যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীরা এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই হামলাগুলোর পর খুবই চিন্তিত। সর্বস্তরের বাংলাদেশীরা, যার মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এবং সুশীল সমাজ, সাহসের সাথে এই সহিংসতার নিন্দা ও চরমপন্থার বিরোধিতা করছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহারকারীরা এবং চিন্তাবিদরা এখানে এবং অন্যান্য জায়গায় চরমপন্থীদের সাহায্যকারী আন্তর্জাতিক গোষ্ঠির হুমকি এবং বাংলাদেশী তরুণদের চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা চিহ্নিত করেছে । দায়িত্বশীল পিতা-মাতারা আমাদেরকে বলছেন তারা ভয় পাচ্ছেন তাদের সন্তানেরা চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

পড়তে পারে। নিঃসন্দেহে, সম্প্রতি বিশ্বের অনেক দেশে নৃশংস ও অমানবিক এই হামলাগুলোর প্রেক্ষাপটে মানুষের নিরাপত্তা আরো বেশী হুমকির সম্মুখীন।

বাংলাদেশের ভবিষ্যত এবং অর্থনৈতিক উন্নতি রক্ষার জন্য একটি দৃঢ় প্রতিক্রিয়া দরকার। "নীরব থাকা সম্মতির লক্ষণ" বলে আমার একটি স্টিকার রয়েছে যা আমার প্রতিদিনের পরিকল্পনার খাতায় লাগানো রয়েছে। আমরা যদি কথা না বলি, আমরা যদি মোকাবেলা না করি তাহলে যা ঘটে যাচ্ছে তাতে আমরা নীরবে সম্মতি দিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে এই হুমকি মোকাবেলায় এবং আমি আপনাদেরকে নিশ্চিত করতে চাই আমরা আমাদের প্রচেষ্টা বাড়াচ্ছি। আপনারা নিশ্চয়ই গত কয়েক সপ্তাহের খবরের শিরোনাম দেখেছেন যে আমাদের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিশা দেশাই বিসওয়াল আবারো এই অঞ্চলে ফিরে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তা নিয়ে যে আমরা বাংলাদেশকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সন্ত্রাস মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরন্তর প্রচেষ্টাকে আমরা প্রশংসা করি। বিশেষ করে সামনে এগিয়ে যেতে পরিষ্কার স্বীকৃতি দরকার যে নিরাপত্তা পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আরো প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা দরকার তা মোকাবেলা করতে। এইসব হামলার আরো দৃঢ়, উন্মুক্ত এবং বিস্তারিত তদন্তে আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সাথে এক হয়ে বাংলাদেশকে কাজ করতে হবে।

এবং তদন্তের ফলাফল যেদিকে, যার দিকেই ইঙ্গিত করুক না কেন তা মেনে নেওয়ার মত উদারতার প্রয়োজন রয়েছে। এরকম দৃঢ় অঙ্গীকারই কেবল বাংলাদেশে এবং বিশ্বে জঙ্গীবাদের হুমকি প্রতিহত করতে পারে। কেন? কেননা বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ দৃশ্যের অংশ। এখানে প্রাপ্ত এবং পরীক্ষিত প্রমাণাদি অন্যান্য দেশে হামলাকারীদের খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। এক টুকরো প্রমাণ তথ্য উদ্ঘাটনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে কিংবা সেটি যখন অন্য দেশে সংঘটিত হামলা, চরিত্র, সময় এবং তথ্যের সঙ্গে মেলাবেন তখন আমরা আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত পেতে পারি যা আমাদের সন্ত্রাসবাদের মূলে পৌছাতে সহায়তা করবে।

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

কোনো সন্দেহ নেই যে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ও সমমনা অন্য সরকারগুলোর সমন্বতি কর্মসূচি সন্ত্রাসবাদের হুমকি কমাবে, কিন্তু এই লড়াইয়ে জয়লাভ করতে হলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ, ধর্মীয় নেতৃত্ব, শিক্ষক এবং যুব নেতৃত্বের সহায়তা আমাদের প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করতে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ (অ্যামচেম) ও দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমি দ্রুত আরো একটু যোগ করতে চাই যে আপনারা তরুণদেরও সহায়তা করতে পারেন। যে তরুণদের মিথ্যা বুঝিয়ে এই সব কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হচ্ছে তারা পথ হারিয়েছে কিংবা তারা জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিংবা তারা হয়ত হতাশায় ভুগছে। তারা আপনাদের প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পেলে হয়ত এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে। আপনারা স্কুলগুলোতে যেতে পারেন এবং সেখানে আপনাদের জীবনের গল্প শোনাতে পারেন। এরকম আরো অনেক উপায় রয়েছে তরুণদের কাছাকাছি যাবার এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার যে সন্ত্রাসীদের কাছে নয় বাংলাদেশেই রয়েছে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগকারী, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, ও বৃহত্তর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়- এর আস্থা অর্জনে গৃহীত এই কর্মসূচিগুলো যেন নির্দলীয় হয় এবং সকলের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানান হয় । এই লক্ষ্যে যে ধরণের সমন্বিত উদ্যোগ বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে হবে তা যেন সঠিক পথে চালিত হয় সেটি নির্ধারণে সুসংহত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কুশলী হিসেবে অ্যামচেম সহায়তা করতে পারে।

সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থা দমনে বাংলাদেশের উদ্যোগগুলো যত পরিকল্পিত এবং সমন্বিত হবে, দেশটিতে যারা ভীতি ছড়াতে চায় এবং মানুষের জীবনযাত্রা ব্যহত করতে চায় তাদের জন্য পরিস্থিতি তত প্রতিকূল হবে।

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সম্প্রতি আমি দুঃখজনকভাবে কিছু প্রতিবেদন দেখেছি যেখানে কেউ কেউ বলছে- সন্ত্রাস দমনে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার প্রস্তাব হয় বাংলাদেশে আক্রমণ অথবা বাংলাদেশের ক্ষমতা গ্রহণ বা যে কোনো উপায়ে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা এমনকি বাংলাদেশকে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা। কোনোভাবে এ দেশ দখলের কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা আপনাদের যে ধরনের সহযোগিতা দিয়ে থাকি তা একজন অংশীদার হিসেবে, যে অংশীদার দুর্ভাগ্যজনকভাবে দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। আমরা মনে করি আমাদের প্রযুক্তি, অভিজ্ঞতা, ও কৌশল রয়েছে। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমাদের অবশ্যই এক সাথে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। সন্ত্রাসীদের তৎপরতা

এই ধরণের মন্তব্যের গুরুত্ব কমাতে এবং কিছু লোকের ভীতি যে আমাদের প্রচেষ্টা সত্যি নয় এমন ধারণা দূর করতে আমাকে সাহায্য করুন। বাংলাদেশকে আমাদের সহায়তার লক্ষ্য, এই সংকট থেকে দেশটি যাতে বেরিয়ে আসতে পারে। বাংলাদেশের উচিৎ উদাহরণ সৃষ্টি করা যাতে এ ধরণের গোষ্ঠীগুলোর আদর্শ খন্ডাতে পারে। বাংলাদেশ একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, যারা বাজার-আর্থনীতি গ্রহণ করেছে, গণতন্ত্র রয়েছে, আপনাদের নারীরা মূল নেতৃত্বে রয়েছে এবং সরকারে প্রধান হিসেবে একজন নারী দায়িত্বে আছেন। আপনাদের এই অবস্থান তারা গুঁড়িয়ে দিতে চায়।

আমি ইতিবাচকভাবে মন্তব্য দিয়ে শেষ করতে চাই। মহেশখালীতে বাংলাদেশের ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণে মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জির সঙ্গে সোমবার সই হওয়া চুক্তিটি আমার মতে এমন সময়ে আমাদের মধ্যে থাকা আস্থার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এটি শুধুমাত্র সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ নয়, এই বিনিয়োগের মাধ্যমে আপনারা সকলে ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি করতে পারবেন, অন্যান্য অংশীদার ও ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করবে যা বাংলাদেশের প্রয়োজন এবং যা বাংলাদেশের প্রাপ্য, এবং যা বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে। এক কথায় বাংলাদেশের এমন একটি জায়গা হয়া উচিত যেখানে বিনিয়োগকারীরা আসবে।

==========